দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 24 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

•00173

বিদ্যালয় পরিদর্শনের

ভূমিকা

বিদ্যালয় পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের পেশাগত দক্ষতার উত্তরোত্তর বিকাশে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব, সহায়তা, অনুপ্রেরণা ও উপদেশনা প্রদান করা যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটে শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে অর্জিত হয়। তবে আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, এখানে প্রতি বছরই বহু বালক/বালিকাকে শ্রেণী পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করছে এবং একটি বিটি সংখ্যক বালক/বালিকা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে। তাছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক নকল প্রবণতা। এর প্রধান কারণ হলো, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ যথাযথ শিক্ষকতা-আচরণ (Teaching behavier)প্রদর্শন করতে পারছেন না ফলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন ও তা প্রয়োগকরণের কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর সমাধান প্রয়োজন। আর সে জন্য আজ যে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত তা হলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন ও পেশাগত দক্ষতা যাতে উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। মূলতঃ এই প্রয়াসের মাধ্যমেই সমাজের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিক্ষা চাহিদা পরিপূরণ করে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব। তাই, বিশেষভাবে প্রয়োজন আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করা, যাতে করে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের শিক্ষকতা দক্ষতার চরমতম বিকাশ সম্ভব হয়।

১· বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্যাবলী ঃ

যে যে উদ্দেশ্যাবলী সামনে নিয়ে বর্তমান নিবন্ধটি রচনা করা হয়েছে তা হলো

ক· আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার পর্যালোচনা,

খ· আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার প্রধান প্রধান সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং

গ· আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার সমস্যাবলী সমাধানের উপায় নির্ধারণ।

বর্তমান নিবন্ধের পরিসর ও সীমাবদ্ধতা ঃ

'বর্তমান নিবন্ধে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা বলতে শিক্ষা প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্গত ঐ ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের পেশাগত দক্ষতার উত্তরোত্তর বিকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা, নেতৃত্ব, উপদেশনা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থাটি শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে শিক্ষকতা কার্যে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য উপদেষ্টা সার্ভিসস্বরূপ। আধুনিক ধারণার বিদ্যালয় পরিদর্শন (স্কুল সুপারভিশন) এই ব্যবস্থার ভিত্তি। এটা কোন ক্রমেই সনাতনী ধারণা বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য তদারকীকরণের (স্কুল ইনস্পেকশন) সংগে সম্পর্কযুক্ত নয়।

বাংলাদেশে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত। তবে বর্তমান নিবন্ধে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের উপরই আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে। বলা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা নেই।

উপরন্তু বর্তমান আলোচনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার প্রধান দুটি সমস্যার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পেশাগত প্রস্তুতি এবং বিবিধ পরিদর্শন পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারের সমস্যাবলী সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধে কোন আলোচনা করা হয়নি।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয়

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 24 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমস্যা সমাধানের উপায়

মৌলিক নীতিসমূহ প্রণয়ন করা এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা দেখার দায়িত্ব পালন করে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও পরিদর্শনের দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের। এই পরিদপ্তরের কেন্দ্রীয় অফিসে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক, কয়েকজন উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং অন্যান্য অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠু প্রশাসন ও পরিদর্শনের জন্য এই পরিদপ্তরের অধীনে রয়েছে ৮টি আঞ্চলিক উপ-পরিদপ্তর। প্রতিটি

মু· রিয়াজুল ইসলাম

আঞ্চলিক উপ-পরিদপ্তরে রয়েছেন ১ জন করে উপ-পরিচালক, ১ জন বিদ্যালয় পরিদর্শক (পুরুষ), ১ জন বিদ্যালয় পরিদর্শক (মহিলা), ১ জন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (পুরুষ), ১ জন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মহিলা) এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়া প্রতিটি আঞ্চলিক উপ-পরিদপ্তরের অধীনে রয়েছে জেলা শিক্ষা অফিস যার প্রধান হলেন জেলা শিক্ষা অফিসার। তাঁকে সহায়তা প্রদান করেন ১ জন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার। আঞ্চলিক উপ-পরিদপ্তরের কাজ হলো মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠু প্রশাসন ও পরিদর্শনে জেলাসমূহের কাজের মধ্য সমন্বয়সাধন করা এবং কিছুসংখ্যক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এই কাজে জেলাসমূহকে নেতৃত্ব প্রদান করা। ক্ষেত্র পর্যায়ে বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিদর্শনের মূল দায়িত্ব জেলা শিক্ষা অফিসের।

৪· মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার প্রধান প্রধান সমস্যাবলী ঃ

আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন বযবস্থায় কয়েকটি মৌলিক সমস্যা রয়েছে, যার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়নে ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে ফলপ্রসূ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সে সমস্যাগুলো হলো—

ক· উপ-পরিদপ্তর ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশাসন ও পরিদর্শনের মিশ্র দায়িত্ব ঃ

বৃটিশ শাসনামল থেকে ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে শিক্ষা পরিদর্শনের ধারণা শিক্ষা কার্য তেদারকির ধারণা নিগড়ে আবদ্ধ। মূলতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যের তদারকি একটি প্রশাসনিক বা নির্বাহীমূলক কাজ। এখানে পরিদর্শক বা শিক্ষা কর্মকর্তার কাজ হলো বিদ্যালয় পরিচালনে সরকারের নিয়ম-নীতি ঠিকভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং প্রয়োজন মতো ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ প্রদান করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের শিক্ষাদানকার্য পর্যবেক্ষণ করা ও তার মান যাচাই করে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের কি করণীয় তা নির্দেশ করা। অবশ্য এর মধ্য দিয়েও প্রয়োজন মতো পরিদর্শক/শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে তাঁদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশে উপদেশনা, অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আর বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরিদর্শক/শিক্ষা কর্মকর্তারা অনুরূপ ধরনের কাজই করে থাকেন। তবে বিদ্যালয় পরিদর্শনের আধুনিক ধারণা অনুসারে উপরোক্ত ধরনের বিদ্যালয় পরিদর্শণকে কোন মতেই বিশুদ্ধ প্রকৃতির প্রদর্শন কার্য বলা যায় না। ঐ কাজগুলোর মৌলিক প্রকৃতি হলো প্রশাসনিক বা নির্বাহীমূলক, পরিদর্শনমূলক নয়। এক্ষেত্রে কিছু পরিদর্শনমূলক কাজ দেখা গেলেও তা আর কিছুই নয় প্রশাসক বা নির্বাহীর পরিদর্শনমূলক কাজ। প্রশাসক বা নির্বাহী আনুষ্ঠানিক (পদাধিকার ও আইনগত) কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি কার্যকরী (পেশাগত দক্ষতা, ব্যক্তিগত গুণাবলী ও মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা) কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে কাজ করতে চাইলেও অধীনস্থরা জানে যে, তিনি প্রয়োজন মতো আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তাঁদের কাছ থেকে আনুগত্য দাবী করতে পারেন, কারণ তাঁদের চাকুরীর উন্নতি-অবনতি প্রশাসক বা নির্বাহীর উপর নির্ভরশীল। ফলে এ ধরনের বিদ্যালয় পরিদর্শক বা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ পেশাগত বিষয়ে বিশুদ্ধ উপদেষ্টা সার্ভিস আশা করতে পারেন না। তাঁরা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বেশী জোর দেন। এতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিদর্শক/শিক্ষা কর্মকর্তার মডেল অনুসারে শিক্ষাকার্য চলে, শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান বিষয়ক ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সমস্যা তুলে ধরে তা সমধানে পরিদর্শক/শিক্ষা কর্মকর্তার সহযোগিতা চাইতে সাহসী হন না।

এ ছাড়াও বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিদর্শন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাঁদের কাজে অন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেন তা হলো (১) বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী আবর্তক ও অনাবর্তক অনুদানের পরিমাণ নিরুপণ ও তা বরাদ্দকরণ এবং (২) বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির প্রদান ও তা নবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি। এগুলো সবই প্রশাসনিক বা নির্বাহীমূলক কাজ, শিক্ষা পরিদর্শনের কাজ নয়। উপরন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার পরিদর্শনের দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত রয়েছে ইংরেজীতে তাঁদের পদবী হলো ইনস্পেক্টর বা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় পরিদর্শক বা বা সুপার ভাইজার নয়।

(চলবে)।

কাজী চাক